20 APR 2017

বেকারত্ব থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করুন

ফারিহা হোসেন প্রভা

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী কমছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। আর এ কারণেই কম-বেশি বিশ্বের দেশে দেশে বেকারত্ব বাড়ছে। তবে আমাদের মতো দেশে এ শব্দটা শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার জন্য একটা বিষফোঁড়। কিন্তু বাংলাদেশের আত্মসামাজিক বাস্তবতায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য বেকারত্ব রীতিমতো 'বিষফোঁড়' হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই বেকার সমস্যা সবচেয়ে বেশি। দেশে নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ অনেক বেশি। সে কারণে লেখাপড়া শেষে এ রকম পরিবারের সন্তানকে চাকরির জন্য বেরিয়ে পড়তে হয় দ্রুত। বেকারত্বের কারণে সমাজে অস্থিরতা, সহিংসতা, অপরাধ প্রবণতা, মরণ নেশা ইয়াবাসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মাদকের বিস্তার ঘটছে। বেকার যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীসহ অনেক বয়স্ক মানুষ জড়িয়ে যাচ্ছে মরণনেশা ইয়াবা সেবন ও এর ব্যবসায়।

দেশে বেকারত্ব সম্পর্কে বলা যায়, চাহিদা অনুসারে দেশে হু হু করে বাড়ছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা। এর চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়ছে অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামো সমস্যা, গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট আর উদ্যোক্তাদের আস্থাহীনতায় বাড়ছে না বিনিয়োগ। সৃষ্টি হচ্ছে না আশাতীত হারে নতুন কর্মক্ষেত্র। ফলে কর্মসংস্থান হচ্ছে না প্রয়োজন অনুসারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলছে, বিশ্বে বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় ১২তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যমতে, দেশে গত এক দশকে বেকারত্ব বেড়েছে ১ দশমিক ৬ শতাংশ।

যুব মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে দেশে বর্তমানে ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত যুব পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি। আগামী বছর এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ কোটিতে। ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণার তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে এদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। তার মধ্যে শিক্ষিত বেকার হচ্ছে ২ কোটি ২০ লাখ। অপরদিকে দেশে পরিবারের সংখ্যা সোয়া পাঁচ কোটি। প্রত্যেক পরিবার থেকে একজনকে চাকরি দিতে হলে সোয়া পাঁচ কোটি লোককে চাকরি দিতে হয়, যেটা বাংলাদেশের বাস্তবতায় খুবই কঠিন।

দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। স্বল্প শিক্ষিতের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত কর্মহীনের সংখ্যাও বাড়ছে। সেই সঙ্গে ছোট হয়ে আসছে কর্মসংস্থানের পরিধি। কাজের বাজারের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রতিবছরই উচ্চশিক্ষা নিয়ে শ্রমবাজারে আসা শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক বেকার থাকছেন অথবা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে শ্রমশক্তির পরিমাণ পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ। এর মধ্যে পাঁচ কোটি ৪১ লাখ মানুষের কাজ আছে। এর অর্থ মাত্র ২৬ লাখ মানুষ বেকার। তবে পরিবারের মধ্যে কাজ করে কিন্তু কোনো মজুরি পান না, এমন মানুষের সংখ্যা এক কোটি ১১ লাখ। এ ছাড়া আছে আরও এক কোটি ছয় লাখ দিনমজুর, যাদের কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশে বেকারত্বের হার ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। এর সঙ্গে নতুন করে প্রতি বছর ১৩ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এমনি অবস্থায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে চাপ পড়বে অর্থনীতির ওপর। অবশ্য আশার কথা হচ্ছে দেশে কর্মসংস্থানের হার ২ শতাংশ বাড়ানো গেলে প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত হবে। এটা করা গেলেই ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া সম্ভব।

এটি সর্বজন বিদিত যে, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিল্প-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে না। শ্রমশক্তির সর্বশেষ জরিপ হয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে। এই জরিপে দেখানো হয় যে, ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৪ কোটি ৯৫ লাখ। এর মধ্যে ৪ কোটি ৭৪ লাখ শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে জড়িত। সর্বাধিক শ্রমশক্তি কৃষি খাতে ৪৮.১০ শতাংশ। এর আগে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে শ্রমশক্তি জরিপে দেখানো হয়েছিল যে, ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৪ কোটি ৪৩ লাখ শ্রমশক্তির মধ্যে ৫১.৬৯ শতাংশ কৃষি-শ্রমিক। কৃষি খাতে উল্লেখিত সময়ে শ্রমশক্তির হার ৩.৫৯ শতাংশ কমেছে।

২০০৫-০৬ অর্থবছরের হিসাবে সর্বাধিক ৪১.৯৮ শতাংশ শ্রমশক্তি স্বকর্মে নিয়োজিত। ২০০২-০৩ অর্থবছরে এই হার ছিল ৪৪.৭০ শতাংশ। আবার বিবিএস ২০০৯ সালে এমইএস রিপোর্টে বলেছে যে, দেশে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনশক্তির সংখ্যা ৫ কোটি ৩৭ লাখ, এর মধ্যে ৫ কোটি ১০ লাখ শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় জড়িত। কৃষিকাজে সর্বাধিক ৪৩.৫৩, দিনমজুরিতে এবং পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিত যথাক্রমে ২০.২০ ও ২০.১৮ শতাংশ যা গত ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৮.১৪ ও ২১.৭০ শতাংশ। বাংলাদেশ লাগাতার হরতাল, অবরোধের মত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নির্মাণ খাতে, কৃষিতে, পরিবহন হোটেল- রেস্তোরাঁ, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন খাতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশের বেকার সংখ্যার এই বৃদ্ধি কেন? এ প্রশ্নের অঢেল উত্তর থাকলেও আপাত দৃষ্টিতে বলা যাচ্ছে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্যোক্তা নেই। কারণ দেশের মানুষ ইনভেস্ট করতে ভয় পান। তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে চায়। তাই উদ্যোক্তা হওয়ার চাইতে চাকরি করতে বেশি সুবিধাজনক মনে করেন। বেকারত্বের এ সমস্যা-সংকট দেশে একদিনে তৈরি হয়নি। এই মুহূর্তে বেকারত্ব নিরসন যেমন অপরিহার্য, তেমনি ভবিষ্যতে বেকারত্ব কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তার নিরিখে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণও সমভাবে প্রয়োজনীয়। বেকারত্বের হার বাড়ছে, এমন ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। গবেষণা সংস্থার মতে, বর্তমানে দেশে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুবা এবং তাদের মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫ ভাগই বেকার। পরিকল্পনা কমিশন ও জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনডিপির যৌথ গবেষণা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দেশে কর্মক্ষম যুবক-যুবতীর সংখ্যাই দাঁড়াবে সাড়ে তিন কোটি। বেকারত্বের হার বর্তমান অবস্থায় রাখতে হলে এ সময়ের মধ্যে এক কোটির ওপর যুবক-যুবতীকে চাকরি দিতে হবে। অনুযায়ী, ওই বছর দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তরসহ উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেছেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ। তাদের মধ্যে ৯২ হাজার ৭৪৭ জন স্নাতক পাস, এক লাখ ২৮ হাজার ৪৮১ জন স্নাতক সম্মান এবং ২১ হাজার ৩৮০ জন কারিগরি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া এক লাখ ১৯ হাজার ৮৯৪ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, দুই হাজার ৩৮৫ জন স্নাতকোত্তর (কারিগরি) এবং এক হাজার ৭৬৩ জন এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অন্যদিকে বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট অর্জন করেন দুই হাজার ৩৩৫ জন।

তবে কারিগরি ও বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চাকরির বাজারে ভালো চাহিদা আছে। আবার অনেক সময় সাধারণত স্নাতকের যোগ্যতা ও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। খোদ ইউজিসির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এই প্রশ্ন তোলা হয়। এতে বলা হয়েছে, 'যদিও সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত কারিকুলাম উন্নত মানের, কিন্তু কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বিশেষ করে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। এখানে আমাদের নীতিনির্ধারণী মহলের মনে রাখা উচিত, বিশ্বের দেশে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধ, রাজনৈতিক সামাজিক অস্থিরতা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মানুষের আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে, বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরছেন, শরণার্থী হয়ে শহর বন্দর এমন কি এক দেশ থেকে অন্য দেশে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরছেন। এমনি অবস্থায় আমরা যদি 'জেগে না ঘুমাই'- তাহলে আমাদেরও উচিত কর্মসংস্থান ও সামাজিক খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ নিশ্চিত করে অভ্যন্তরীণ বাজার শক্তিশালী করা, বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলে সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আঘাত হানবে। একই সঙ্গে দেখা দেবে সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা। এটা মনে রাখা উচিত বেকারত্ব শুধু একটি সরকারকে নয়, একটি দেশকে, জাতিকে ও বিপদে ফেলতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ইন্ধনদাতার অভাব হবে না। একই সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তি পর্যায়ে কর্মস্থানের সুযোগ বাড়ানো, গ্রামের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, পোলট্রি খামার, মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশু পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সমবায়ভিত্তিক খামার, বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, গ্রামীন অবকাঠামো, যাতায়েত ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিক্ষা অনুযায়ী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, সুদ ও জামানতবিহীন ঋণদান প্রদানের উদ্যোগ নেয়া জরুরি। এ ব্যাপারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সরকারে নীতি-নির্ধারণী মহলকে উদ্যোগী হতে হবে। কারণ একটি দেশকে সামনের দিকে, উন্নয়নের রথযাত্রায় শামিল করতে হলে কর্মক্ষম মানুষকে কর্মে এবং তাদের হাতকে কর্মের হাতে রূপান্তর করা না গেলে সরকারের অনেক অর্জনই ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। নিশ্চয় এটি কারও কাম্য হতে পারে না।

[লেখক : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিস্ট]